আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Abul Hassan Mahmood Ali, MP
Minister
Ministry of Finance
Government of the People's
Republic of Bangladesh

মুখবন্ধ

বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সামগ্রিক বিবরণ সম্বলিত 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলসমূহ এবং দেশের অর্থনীতির খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই এই সমীক্ষার মূল লক্ষ্য।

২। বিগত বছরগুলোতে কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশের অর্থনীতি দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কোভিডকালীন ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৩.৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ইসরায়েল-গাজাসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন বিশ্ব অর্থনীতি আজ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তাই বৈশ্বিক অর্থনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলসমূহের কারণে বৈশ্বিক সংকটের মাঝেও বাংলাদেশ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭৮ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি'র ৫.৮২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

৩। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,১৪,৪১৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৭.৬৬ শতাংশ বেশি। চলমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে মোট জিডিপির ৪.৭ শতাংশ, যেখানে পূর্ববর্তী ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ ঘাটতি ছিল ৫.১ শতাংশ। এছাড়া রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩,৩১৫০২.০৫ কোটি টাকা রাজস্ব আহরিত হয়েছিল, যা পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ১০.৪৩ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সময়ে ২,৫৯,৯৫৮ কোটি টাকা রাজস্ব আহরিত হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৫.২৭ শতাংশ বেশি।

৪। রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৫৫.৫৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ৬.৬৭ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৩.৫৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৩৯ শতাংশ বেশি। রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৬১ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম নয় মাস অর্থাৎ জুলাই-মার্চ সময়ে প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার শ্রমিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করেছে। এই সময়ে ১৭.০৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৬.৪৮ ভাগ বেশি। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে আমদানি ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৪৯.২২ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.২৯ শতাংশ কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৭৪৫ মিলিয়ন ইউএস ডলারে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ঘাটতি ১৪,৬৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে চলতি হিসাব ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৪,৭৬২ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যেখানে বিগত অর্থবছরে একই সময়ে এই ভারসাম্যে ঘাটতি ছিল ৩,৪৫৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এতদসত্ত্বেও, আর্থিক হিসাবে ঘাটতির কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৫। বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের দরুন উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ চেইন ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সামষ্টিক চাহিদা, যোগান ও বহিঃ খাতসমূহের মধ্যে দেখা দিচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসের গড় মূল্যস্ফীতির হার প্রায় ৯.৬৭ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক অভিযোজিত রাজস্ব ও মুদ্রানীতির কৌশলসমূহ প্রয়োগ করা হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রায় ১ কোটি দরিদ্র মানুষকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান, ওএমএস এর আওতা বৃদ্ধি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে শুল্ক হ্রাস এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং ব্যালেন্স অব পেমেন্ট-এ স্থিতিশীলতা আনয়নে গৃহীত নীতি ও কর্মকৌশল দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনছে। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 'রূপকল্প ২০৪১' প্রণয়ন করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধ, উদ্ভাবনী ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৬। 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সাথে, সমীক্ষাটি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি, সমীক্ষাটি গবেষক, পেশাজীবী, পরিকল্পনাবিদ, ছাত্র, পাঠক এবং অন্যান্য অংশীজনের নিকট বাংলাদেশসহ বৈশ্বিক অর্থনীতির বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয়তু শেখ হাসিনা।

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়